যুক্তি

-ললিত মোহন দাস (অব. শিক্ষক)

যুক্তি কথাটার অর্থ ন্যায়, মন্ত্রনা বা উপায়। উৎপত্তি হলো যুজ+ক্তি।

আমি লজিক বা যুক্তি বিদ্যার ছাত্র ছিলাম। তবু তর্ক শাস্ত্রের অবরোহ বা আরোহের কথা বলছি না। সামাজিক ও মানবধর্মী যুক্তির কতিপয় উদাহরন দিচ্ছি মাত্র। তবে কথা হলো যুক্তিরও একটা যুক্তি থাকা চাই। যে কোন যুক্তির অবতারনা করাও প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির পরিচয়। তেমন গুণ বা যোগ্যতাও আমার নেই বললেই চলে। তবু কেন যুক্তির কথা বলি। সেটাই হলো আসল কথা।

সনাতণ ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে অবিবাহিতা নারীদের বেলায় পিতা মাতা পরম গুরু বা দেবতা। আর বিবাহিতা নারীর বেলায় স্বামী বা পতি, পরম দেবতা। স্বামী রূপ দেবতাকে তুষ্টি করতে পারলে নাকি দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। যে স্বামী পুনঃ বিবাহ করে স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী পাবার লোভে ধর্মান্তরীত হন, তাকে কোন দেবতার মধ্যে স্থান দেয়া হবে? এমন স্বামীর কপালে ঝাড়ু মারলে মহাভারত অশুদ্ধ হবেকিনা সুধী সমাজের কাছে জিজ্ঞাসা। এটা একটা যুক্তির কথা হলো কিনা পাঠক ভেবে দেখুন। যুক্তিটা অস্বীকার করার জন্যও যুক্তি থাকতে হবে।

স্ত্রী পুত্র কন্যাদের ভরনপোষন করা অবশ্য কর্তব্যকর্ম। এমতাবস্থায় যদি কেহ সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য বিদ্যায় চলে যান তবে সংসারের উপায় কি হবে? পারমার্থেক জগতের চিন্তার পূর্বে সন্তানাদি লালন-পালনের দ্বায়িত্ব নিতে হবে। ইহাই মানবিক কর্ম। এটা কি যুক্তি সঙ্গত কাজ নয়?

রাজনীতি করার পূর্বেই রাজনীতিতে জ্ঞানার্জন করতে হবে। দু'চারটা হত্যাযজ্ঞ ও সন্ত্রাস চালিয়ে ভোট গ্রহনের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেই রাজনীতিজ্ঞ বলা যায় না। রাজা হতে হলে রাজার নীতির জ্ঞান থাকতে হবে তো? ভয় ভীতি দেখিয়ে শাসন করা যায়। কিন্তু মনের মনি কোঠায় আসন লাভ করা যায় না। শ্রদ্ধা ভক্তি পেতে হলে গুণী হতে হয়। গুণ না থাকলে তার কপালে আগুন।

যুক্তির কথাকি আর বলব ভাই? যুক্তি এখন দুনিয়া হতে বিদায় নিতে শুরু করেছে। স্পষ্ট কথায় স্বার্থান্ধরা যুক্তিকে নির্বসন দিচ্ছে। যুক্তির ভেতর থাকলে, যুক্তির মাধ্যমে চললে স্বার্থপর হওয়া যায় না। এটাও যুক্তি।

পত্রিকায় পড়েছি ১৯৯২ সালে সুন্দরবনে বাঘের পেটে ৮২ জন মানব। অর্থাৎ ৮২ জনকে বাঘে খেয়েছে। ৮২ জন লোক অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও জীবন দিয়ে বাঘকে বাঁচিয়েছে। এটাও একটা যুক্তি। কারণ বাঘ না খেয়ে তো বাঁচতে পারে না, বাঘের খাদ্য বাঘ খাবেই।

এক ব্রাহ্মন খই খেতে বসেছে। হঠাৎ করে বাতাস এসে খই গুলো উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে দেখে ব্রাহ্মন বললো– "উড়ু খই গোবিন্দায় নমঃ", অর্থাৎ উড়ন্ত খই গোবিন্দকে দিলাম। ব্রাহ্মন মনে মনে চিন্তা করে দেখে আমি যখন খইগুলো খেতে পারলাম না তবে গোবিন্দের নামে উৎসর্গ করি। এটা তার অনিচ্ছাসত্ত্বে উপস্থিত যুক্তি। বিধবা মার একমাত্র পুত্র শঙ্করাচার্য আট বৎসর বয়সে সন্ন্যাসে যেতে চাইলেন। মা কিছুতেই পুত্রকে আঞ্চল ছাড়া করতে রাজী না।

একদিন যখন মার সঙ্গে নর্মদা নদীতে স্নান করতে গেলে শংকরকে কুমিরে নিয়ে যাচ্ছে। মা নিরূপায় হয়ে পড়লেন যে, কি করবেন? ঐ অবস্থায় শংকর মাকে ডেকে বলতেছে মাগো তুমি একবার বলো যে এটাই তোর সন্ন্যাস। মা তথাস্তু বলে দিলেন। মা তৎক্ষনাৎ যুক্তি দিয়ে দেখলেন– "আমি সন্ন্যাস না বললেও তো কুমীরে নিয়ে যাচ্ছে। তবে আমার বলাটাই তো পুত্রের মনোবাসনা পূর্ন হতে পারে। মাতৃবাক্য লঙ্ঘন হতে পারে না।

শংকর দেব বলে বেঁচে গিয়ে ছিলেন। তাঁর কৃপায়ই আজও হিন্দুধর্ম বর্তমান আছে। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের করাল গ্রাস হতে সনাতন ধর্ম রক্ষা পায়।

আমরা যে যত যুক্তিই দেখাইনা কেন, যুক্তি যদি মানব কল্যাণ বয়ে না আনে, তবে সেটা গ্রহণ যোগ্য নয়। যুক্তি গঠনমূলক না হলে অকল্যান বয়ে আনে।